চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম
মোবাইল নং-০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

১৫ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রি.

বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তীতে চসিক মেয়রের বাণী

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী 'মুজিববর্ষ', ¯^াধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও মহান বিজয় দিবসের বাণীতে বলেছেন, মহান বিজয় দিবস এবার ত্রিমাত্রিক রূপ লাভ করেছে এই আনন্দঘন মুহূর্তে আমি নগরবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন। মহাকালের ইতিহাসে ¯^াধীনতা বাঙ্গালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন। এ অর্জনের পেছনে রয়েছে দীর্ঘ শোষণ-বঞ্চনার ইতিহাস, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ইতিহাস। ১৯৭১সালের ২৬মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ¯^াধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে তা পূর্ণতা পায়। তাঁরই নেতৃত্বে ও দিক নির্দেশনায় পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ন'মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১সালের এইদিনে অর্জিত হয় চূড়ান্ত বিজয়।

আমি এদিনটিতে শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী শহীদের। জাতীয় চারনেতাকে যাঁরা বঙ্গবন্ধুর পক্ষে মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আমি শ্রদ্ধা জানাই বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক-সমর্থক, যুদ্ধাহত ও শহীদ পরিবারের সদস্যসহ যাঁরা আমাদের বিজয় অর্জনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রেখেছেন। সদ্য¯^াধীন দেশে ফিরে জাতির পিতা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতি ও অবকাঠামো পুনগঠনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম শুরু করেছিলের কিন্তু ¯^াধীনতা বিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে ১৯৭৫সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাসহ তাঁর পরিবারের সদস্যদের নৃশংস হত্যাকান্ডের ফলে উন্নয়নের সেই গতি থমকে দাঁড়ায়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও ¯^াধীনতার চেতনাকে ধারণ করে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজকে পরিপূর্ণতা দানের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ভিশন ২০২১-২০৪১ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এসব পরিকল্পনার লক্ষ্যে হলো জাতিসংঘ ঠেকসই উন্নয়ন সঠিক ২০৩০ অর্জনসহ ২০৪১সালের মধ্যে দেশকে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা। বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তীর সকল কর্মসূচী বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করি এবং সারাদেশ ব্যাপী বিজয় দিবসে শপথ পাঠ অনুষ্ঠানে নগরবাসীকে অংশগ্রহণের আহŸান জানাই।

মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে মেয়র
চট্টগ্রামের মাটি ও মানুষের সাথে
নিবিড় সম্পর্কে জড়িয়ে আছেন মহিউদ্দিন চৌধুরী

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, চট্টগ্রামের মাটি ও মানুষের সাথে নিবিড় সম্পর্ক সৃষ্টি করে গণমানুষের কল্যাণের জন্য নিবেদিত হয়ে কাজ করে গেছেন জননেতা এ.বি.এম মহিউদ্দিন চৌধুরী। চট্টগ্রাম নগরীকে অত্যাধুনিক নগরী হিসেবে গড়ে তোলা বিশেষ করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাত চসিকের আওতার বাইরের প্রতিষ্ঠান হলেও তা চসিকের দায়িত্বে নিয়ে এসে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছেন তা অনুকরণীয় ও পথিকৃৎ হয়ে থাকবে। তিনি আজ বুধবার দুপুরে নগরীর চশমা হিলস্থ মহিউদ্দিন চৌধুরীর ৪র্থ মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে গিয়ে এ কথা বলেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চসিক প্যানেল মেয়র আবদুর সবুর লিটন, মো. গিয়াস উদ্দিন, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শহীদুল আলম, কাউন্সিলর নজরুল ইসলাম বাহাদুর, জহরলাল হাজারী, অধ্যাপক মো. ইসমাইল, গাজী মো. শফিউল আজিম, ওয়াসিম উদ্দিন চৌধুরী, গোলাম মো. জোবায়ের, মো. আতাউল্লাহ চৌধুরী, আবদুস সালাম মাসুম, এম. আশরাফুল আলম, এসরারুল হক, নূর মোস্তফা টিনু, সংরক্ষিত কাউন্সিলর নিলু নাগ, আঞ্জুমান আরা, হুরে আরা বেগম, শাহিন আক্তার রোজী, রুমকী সেনগুপ্ত, ফেরদৌসি আকবর, তসলিমা বেগম, সচিব খালেদ মাহমুদ, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মো. নজরুল ইসলাম, শিক্ষা কর্মকর্তা লুৎফুন নাহার, আইন কর্মকর্তা জসীম উদ্দিন, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা মো. হুমায়ুন কবির চৌধুরী, উপ-প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মোরশেদুল আলম চৌধুরী প্রমুখ।

মেয়র আরো বলেন, মহিউদ্দিন চৌধুরী চসিকের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সিটি কর্পোরেশনে যে কাজগুলো সম্পাদন করেছেন তা অনুসরণ করা গেলে চসিককে একটি ¯^াবলম্বী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। তিনি নগরীর সকল সেবা সংস্থার সমš^য় সাধন করে সিটি গভর্নমেন্টস'র যে ¯^প্ন দেখেছিলেন তা বাস্তবায়ন করা গেলে স্থানীয় সরকারের অধীনে পরিচালিত সিটি কর্পোরেশনগুলোর কাজের পরিধি ও গতি বাড়ানো সম্ভব বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি কাউন্সিলরদের নিয়ে চশমা হিল মসজিদে মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন এবং কবর জিয়ারত শেষে সাবেক মেয়রের রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করেন।

চসিক ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত
অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে বেকারীপণ্য উৎপাদন ও বিক্রি করায়
মিনু বেকারীকে ৩০হাজার টাকা জরিমানা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ বুধবার মহানগর এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান ও মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলীর নেতৃত্বে সদরঘাট রোডের সিটি কর্পোরেশন মেমন জেনারেল হাসপাতাল সংলগ্ন রাস্তা ও নালার জায়গা দখল করে অবৈধভাবে নির্মিত স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। এরপর পাঁচলাইশ থানাধীন হামজারবাগ এলাকায় অ¯^াস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে বেকারীপণ্য উৎপাদন ও বিক্রি করার অপরাধে মিনু বেকারীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ৩০হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একইদিন পলিথিন মুক্ত পরিবেশ বান্ধব নগর গড়ার লক্ষ্যে কাজীর দেউরী বাজার,চকবাজার ও কর্ণফুলী বাজারে অভিযান পরিচালিত হয়। পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর পলিথিন বর্জনের জন্য বাজারের ব্যবসায়ী এবং ক্রেতা সাধারনকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে মহানগরীতে ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত রোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় এর বিস্তার রোধে ২৮ নং পাঠানটুলী ওয়ার্ডের মশক নিধন কার্যক্রম সুপারভিশন ও মনিটরিং করা হয়। এছাড়াও গতকাল মঙ্গলবার পতেঙ্গা থানাধীন স্টিলমিল এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে মিষ্টান্নদ্রব্য ও বেকারীপণ্য উৎপাদন ও বিক্রি করার অপরাধে মুন বেকারীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু প‚র্বক ৫০হাজার টাকা ও সাদিয়া'স কিচেনকে ১৫হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। ফুটপাতে ও রাস্তায় পথচারী চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ব্যবসা পরিচালনার দায়ে কাজী স্টোরকেও ১হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একইদিন পলিথিনমুক্ত পরিবেশবান্ধব নগর গড়ার ল¶্যে কাজীর দেউরী বাজার, চকবাজার ও কর্ণফুলী বাজারে পরিচালিত অভিযানে পরিবেশের জন্য ¶তিকর পলিথিন বর্জনের জন্য বাজারের ব্যবসায়ী এবং ক্রেতা সাধারণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

পরবর্তীতে মহানগরীতে ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত রোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় ও মশার বিস্তার রোধে ২৩নং উত্তর পাঠানটুলী ওয়ার্ডের মশক নিধন কার্যক্রম সুপারভিশন এবং মনিটরিং করা হয়।
অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের উপ-প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মোরশেদুল আলম চৌধুরী সহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে সহায়তা প্রদান করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩